মধ্যবিত্ত শ্রেণি
(Middle Class Phenomenon)

ড. অনিরুদ্ধ চৌধুরী

সমাজতাত্ত্বিক সতীশ দেশপাণ্ডে তাঁর 'কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া-এ সোশিওলজিকাল ভিউ' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতে একটি ঘটমান বিষয় হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle Class Phenomenon) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতে সমকালীন প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ ভারতের সমাজবিজ্ঞান-এর গ্রন্থ ভাণ্ডারে অমিল। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (ডিপি) পথপ্রদর্শনকারী আলোচনার (১৯৪৮) পর আমরা পাই এ বিষয়ে বি. বি. মিশ্রর উচ্চ মানের সমীক্ষা (১৯৬০)। সতীশ দেশপাণ্ডে মনে করেন, এই দুইয়ের সাথে তুলনীয় আর কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ যা গভীরতা এবং কর্তৃত্বের সঙ্গে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিষয়ে আলোচনা করেছে তা এখনো আমরা পাইনি। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক রচনাগুলি অধিকাংশই হয় ততটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয় অথবা তা শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক সময়কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিছু লেখা আবার বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কিত। প্রায়শই সেগুলি কলিকাতার মতো শহরকে নিয়ে লেখা।

সতীশ দেশপাণ্ডের মতে, মার্কসীয় তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি' বিষয়ে আলোচনা করা খুবই অস্বস্তিকর এবং অস্পষ্টতায় ভরা। মার্কসীয় তত্ত্বে আস্থাশীল সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত ডি. পি. কীভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা সমাজতত্ত্বের পড়ুয়াদের কাছে যথেষ্ট আগ্রহের বিষয়।

ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি : ডি. পি.'র ব্যাখ্যা—ধূর্জটি প্রসাদের মতে, ভারতের ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। ভারতে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে মূলত কৃত্রিমভাবে। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সনাতনী অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশরা তাদের নিজস্ব উৎপাদন পদ্ধতি চালু করে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বোচ্চ

বিভিন্ন নৃকুল গোষ্ঠীগুলি বঞ্চনা, অন্যায়ন ও সামাজিক বহিষ্করণের (social exclusion) এর কারণে নিজেদের পৃথক রাজ্য বা স্বাধীন স্বশাসিত প্রশাসনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। নৃকুল-পরিচিতির উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক স্তরে নিত্য নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা শুরু করে। অনুরূপ স্বার্থের দলগুলির সাথে জোটবদ্ধ হয়। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, এই অবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অস্বস্তির নয়। আবার কারো কারো মতে, বহু মতের নৃকুল-পরিচিতি-ভিত্তিক বহুদলীয় রাজনীতি জাতীয় অর্থনীতি ও দেশের উন্নতির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে না। মাইরণ উইনার এই বহু সত্তা ও স্বার্থভিত্তিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার টিকে থাকাকে এক ভারতীয় ধাঁধা (Indian paradox) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থসূচী :

T. K. Oommen (ed.) 2010. Social Movements : Issues of Identity, Delhi, Oxford University Press.

Paul Brass (1991). Ethnicity and Nationalism. Sage. N. Delhi.

Maya Chadda (ed.) 1997. Ethnicity, Security and Separatism in India, Oxdord University Press. New Delhi.

S. Basu (1992). Regional Movement : Politics of Language-Ethnicity-Identity. Shimla (২০০৫) ভারতের সমাজভাবনা, প্রাচী, কলকাতা।

এম. বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৪) "উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামাজিক অস্থিরতা—একটি সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষণ" সমাজতত্ত্ব, দশম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

রাজীবাক্ষ রক্ষিত (২০১৯) "ইতিহাসে উপেক্ষিত", আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ আগষ্ট।

স্নেহাশিস মিত্র (২০১৯), 'নাগরিকপঞ্জি', 'বহিরাগত' ও নিরুত্তাপ বাঙালি', 'এই সময় পত্রিকা, ১৪ আগষ্ট।